জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 19 ❑ 27 July, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

শিক্ষিকাদের শাসানোর অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের শিক্ষক স্বামীর বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ স্কুল চলাকালীন এক শিক্ষিকার দিকে তেড়ে আসা এবং শিক্ষিকাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠলো এক সহ-শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ কুমুদিনী গার্লস হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম অমিতাভ দাস। তিনি বনগাঁ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তৃণমূলের বন্দনা দাস কীর্তনীয়ার স্বামী। এই ঘটনায় শিক্ষিকারা ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাল্টা শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কাউন্সিলর থানায় অভিযোগ করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষিকাদের অভিযোগ, 'অমিতাভ বাবু দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষিকাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছিলেন। প্রতিবাদ করলে শারীরিক মানষিক হেনস্থা করার হুমকি দিতেন।' স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মলিনা শিকদার বলেন '৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের মহিলাদের দিয়ে আমাদের হেনস্থা করার হুমকি দিতেন। বাজ পাখির মত পিষে মারার শাসানিও দিয়েছেন।

এদিন সকালে অমিতাভ বাবু এক শিক্ষিকার দিকে তেড়ে যান বলে অভিযোগ। শিক্ষিকারা দলবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করেন। স্কুলে চিৎকার চেঁচামেচি গোলমাল শুরু হয়। পঠন পাঠন বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে আতঙ্কে পড়ুয়াদের কাঁপতে দেখা যায়। খবর পেয়ে অভিভাবকেরা বাড়ি থেকে স্কুলে ছুটে আসেন। সকাল ৮ টার পরে স্কুলে আর কোন ক্লাস হয়নি এদিন। অভিযোগ অস্বীকার করে অমিতাভ বাবু বলেন, 'আমাকে স্কুল থেকে সরানোর জন্য বিজেপির মদতে এবং এক শিক্ষকের মদতে পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত করেছেন। এদিন আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। অসুস্থ অবস্থায় আমি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

অভিযোগ অস্বীকার করে শিক্ষিকারা বলেন, 'সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে কি ঘটনা ঘটেছিল।' সোমা সরকার নামে এক শিক্ষিকা বলেন, 'ওই শিক্ষকের অশালীন আচরণের প্রতিবাদ

দ্বিতীয় পাতায়...

পুলিশের মদতে রমরমিয়ে চলছে বে-আইনি মদের কারবার, মদ কিনছে ১২ বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ

প্রতিনিধি ঃ পুলিশের মদতে মুদির দোকানের আড়ালে এলাকায় রম রোমিয়ে চলছে বেআইনি মদের কারবার। গ্রামবাসীর অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কারবার বন্ধ করা যায়নি। এই কারবারের পিছনে পুলিশের একাংশের মদতে কারণেই পুলিশ এ বিষয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে বলে অভিযোগ। বনগাঁ থানার হানিডাঙ্গা গ্রামের ঘটনা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এলাকার কয়েকশো মহিলা ওই মুদি দোকানটির সামনে গিয়ে দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ করেন। অভিযুক্ত মুদি দোকানির নাম কার্তিক দাস।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই দোকান থেকে মদ কিনে নেশায় আসক্ত হচ্ছে বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ। পুরুষেরা মদ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে বউ বাচ্চাদের মারধোর করছে বলে অভিযোগ। এলাকায় বাড়ছে বাইরের লোকেরা আনাগোনা। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা বলেন 'ব্লক অফিস থানা সহ একাধিক জায়গায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেছি। পুলিশকে বারবার বলেছি। প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। পুলিশ প্রশাসন যদি কিছু না করে এলাকার পরিবেশ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। যদি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবে প্রশাসন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'কার্তিক দাসকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে বললে সে

দ্বিতীয় পাতায়...

ডলারে কোপ, বাণিজ্য টাকায়

প্রতিনিধি ঃ স্বাধীনতার পর ভারত বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এবার আমেরিকান ডলার নয়। বাংলাদেশী টাকার মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু হল ভারত থেকে পণ্য রপ্তানির কাজ। মঙ্গলবার বিকেলে টাটা মোটরসের চারটি ট্রাক বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দরে ঢুকেছে। এই ট্রাকের দাম বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী টাকায় এদেশের রপ্তানিকারীকে করবেন। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ ঐতিহাসিক দিন। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকে ডব্লিউ টি এ গঠনের মাধ্যমে দু' দেশের ব্যবসা চলেছে আমেরিকান ডলারের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম ওঠা নামা করার মাশুল গুণতে হয়েছে দু'দেশের ব্যবসায়িকে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ডলার না থাকায় সমস্যায় পড়ছিল বাংলাদেশের আমদানিকারীরা। তার ফলে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ক্রমশ কমে আসছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। প্রস্তুতি

দ্বিতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতি

*তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২৩টি। তৃণমূল- ১৭টি। বিজেপি ৪টি। সিপিআইএম ১টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
মঞ্জু বালা	তৃণমূল	২৭৪	বিথিকা বিশ্বাস	বিজেপি	২৬৫
লুৎফা সরদার বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৬৮	রীতা দাস	তৃণমূল	২৬৫
মহিতোষ নস্কর	তৃণমূল	৩৮৪	রাজীব সরকার	সিপিআইএম	৩০৭
মনিমালা দে	তৃণমূল	৫৪৮	ঝর্ণা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩৩
সেবিকা দাস	তৃণমূল	৩১১	দোলা দাস	বিজেপি	১৮৫
সঙ্কলিতা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৭৫	রুপা বালা	তৃণমূল	২৫৭
তপন সরকার	তৃণমূল	৩৭৪	কিশোর মজুমদার	বিজেপি	৩৩৪
রিঙ্কু দাস	নির্দল	২৬৮	দিপিকা রায়	তৃণমূল	২৫৫
রফিকুল সর্দার	তৃণমূল	৪৩৩	আমিনুর মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৫৩
তাপস রায়	তৃণমূল	৫০৭	অপর্ণা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৮৪
শম্পা দাস হালদার	তৃণমূল	৪৩৩	অনিমা দাস সিকদার	বিজেপি	৩৬৭
বিভাষ রায়চৌধুরী	তৃণমূল	৪৬৩	অরিন্দম বিশ্বাস	সিপিআইএম	২১৯
মৌমিতা কবিবার	তৃণমূল	৩৩৬	সুস্মিতা দাস	সিপিআইএম	১৫৫
মহারানী বনিক সরদার	বিজেপি	৫১৬	দীপা বিশ্বাস রায়	তৃণমূল	৪৬০
সন্ধ্যা বিশ্বাস	বিজেপি	৩০৮	কল্পনা দত্ত	তৃণমূল	২০৬
ডলি মণ্ডল	তৃণমূল	৫১৩	তুহিনা খাতুন বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৩৮
পতিত পাবন সরকার	বিজেপি	২২৮	ইন্দ্রজিৎ সরকার	তৃণমূল	২০৯৬
ভজন সরকার	তৃণমূল	৩১৩	বিনয় দেবনাথ	বিজেপি	২১৭
আশারানী চাকী	তৃণমূল	২৪১	অনুরুপা বিশ্বাস সরকার	বিজেপি	২২৫
মন্টু সরকার	তৃণমূল	৫০৭	নিত্যানন্দ রায়	বিজেপি	২৬৫
সুলেখা সরকার	তৃণমূল	৪৮১	কল্যানী সরকার	বিজেপি	৩৮১
নিথুন সরকার	তৃণমূল	২৬৬	দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দী	বিজেপি	২৬১
মহানন্দ সরকার	তৃণমূল	৩০৮	উদয় শঙ্কর সরকার	বিজেপি	২৮২

চৌবেড়িয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ১৯টি। তৃণমূল- ১২টি। বিজেপি ৭টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
শিউলি রায়	তৃণমূল	৩৯৭	শিপ্রা বালা বিশ্বাস	বিজেপি	২২৫
জয়শ্রী সমাদ্দার বেপারী	বিজেপি	৫৮৭	মাধবী রায়	তৃণমূল	৩১৪
শ্যামল সরকার	বিজেপি	৫৬৬	রাখাল সরকার	তৃণমূল	৩২৫
ববিতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৩৯	মামনি মণ্ডল বাগ	বিজেপি	২৯৩
শ্রীবাস সাঁতরা	তৃণমূল	৪৭০	দুলাল দাস	বিজেপি	২৮৫
কনিকা মণ্ডল বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৯৯	লক্ষীরানী সরকার	বিজেপি	৩৫৫
কার্ত্তিক সরদার	তৃণমূল	৩৭৫	নিত্য সরদার	বিজেপি	৩৪৯
কন্তু কুমার সরকার	বিজেপি	২৬৩	অচিন্ত্য সরকার	তৃণমূল	২৩২
সোনালী সরকার	তৃণমূল	১৯৭	অর্চনা চক্রবর্তী	বিজেপি	১৯২
মামনি দাস	বিজেপি	৪৩৩	মিঠু দাস	তৃণমূল	৩২৩
নারায়ন দাস	বিজেপি	৩২৩	অসীম দাস	তৃণমূল	২৪৭
দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস	বিজেপি	১৯২	সঞ্জিত কুমার গোস্বামী	তৃণমূল	১৭৩
শিল্পা দাস সরকার	তৃণমূল	২৭৯	নিরুপমা বিশ্বাস	বিজেপি	১৭১
মদন দাস	তৃণমূল	৩৭৩	বলাই বাস	বিজেপি	৩০৮
নমিতা রায়	বিজেপি	৩৩৪	প্রতিমা দেবনাথ	তৃণমূল	৩০৫
উমেশ শীল	তৃণমূল	৪৩৪	প্রকাশ পাল	বিজেপি	২১০
শ্রাবনী দাস	তৃণমূল	৩৯১	সুলেখা দেবনাথ	বিজেপি	৩০৪
প্রহ্লাদ চক্রবর্ত্তী	তৃণমূল	৪৮৬	অশোক দাস	বিজেপি	৪৪৩
সৌমেন সুতার	তৃণমূল	৪৫৮	শিবুপদ বিশ্বাস	বিজেপি	৩৫৮

চৌবেড়িয়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ১৮টি। তৃণমূল- ১৫টি। বিজেপি ৩টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
মিতা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৬৩	অপর্ণা গোলদার	তৃণমূল	২৭৫
রীনা দাস	তৃণমূল	৪৬৯	সুমনা দাস	বিজেপি	৩৪৬
অঞ্জু বিবি	তৃণমূল	৪৬৭	সাধনা মণ্ডল	বিজেপি	৩৪৫
রিজিয়া খাতুন	তৃণমূল	৫৯১	সামিরা খাতুন	সিপিআইএম	৩১৭
অরুন দাস	তৃণমূল	৩৯২	সুব্রত বিশ্বাস	বিজেপি	৩৮৭
রঞ্জিত সরকার	তৃণমূল	৪০৬	শীতল সরকার	বিজেপি	৩৫১
ঝর্ণা ঢালী	তৃণমূল	৪৫২	মনিকা প্রামানিক	বিজেপি	৩৫৮
সুপ্রিয়া মুখার্জী	তৃণমূল	৩৪০	নুরনেসা খাতুন	বিজেপি	১৯০
রাজকুমার সরকার	তৃণমূল	৩৩৪	সঞ্জীব ভদ্র	বিজেপি	৩৩২
মিনারানী মুন্ডা	তৃণমূল	৩৪০	মমতা ওরাং	বিজেপি	১৭৫
সুশীল সরকার	বিজেপি	৪৯৭	অরুপ মণ্ডল	তৃণমূল	৪৩৭
পিয়ালী বিশ্বাস	তৃণমূল	৫০৩	সাগরিকা বৈদ্য	বিজেপি	৩৪৪
রঞ্জন বিশ্বাস	বিজেপি	৩০৩	রাজু কাবাসি	তৃণমূল	২৩৫
জয়ন্ত দাস	তৃণমূল	৩৬২	সমীর সরকার	বিজেপি	২৭৭
তনু ঘোষাল মণ্ডল	তৃণমূল	৩৫০	সামিনা মণ্ডল	নির্দল	৩২১
তপন হাজরা	তৃণমূল	৩২০	স্বপন দেবনাথ	বিজেপি	২২২
সুনীল সরকার	তৃণমূল	৩৮৪	মনোরঞ্জন ওরাং	বিজেপি	৩০০
অনিল বাইন	তৃণমূল	৪৪৮	বাবুরাম বিশ্বাস	বিজেপি	৪৩২

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১৯ ❐ ২৭ জুলাই, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

জন বিস্ফোরণের কবলে অধুনা ভারতবর্ষ

আজ অদ্ভুত একটা ছবি চোখের সামনে কদর্যভাবে ফুটে ওঠে। যে যার চেয়ার সামলে রাখার জন্য যত রকম প্রক্রিয়া আছে কাজে লাগাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কথা ভাবার দরকার নেই, আমার অস্তিত্ব টিকে থাক, এটাই বড় কথা। আজ সারা দেশে একটা ঘৃণ্য চক্রের জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠে চলেছে। এ যেন এমনই 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এই পৃথিবীতে আজ।' জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আমাদের দেশ, ঠিক চীনের পরেই। ১৪০ কোটি সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে একটা আতঙ্কময় বিভীষিকার পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের সংখ্যা বাড়লে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অনিবার্যভাবেই খাদ্যাভাব,অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি দেখা দেয়। দারিদ্রের কবলে পড়ে ছটফট করে মানুষ। চাকরির বাজার ভেঙে পড়ে, যাকে বলে মন্দার বাজার। বেকারের সংখ্যা বাড়ে, প্রতিযোগিতার রেষারেষি তীব্র হয়। মূল্যবোধে চিড় ধরে। সামাজিক অপরাধের মাত্রা বাড়ে। একটা আতঙ্কময় জীবন যাত্রা।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতি ও জনসংখ্যা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। দুজনের সঙ্গে সখ্যতা দারুণ, উৎপাদন ও বন্টন এই দুটোই অর্থনীতির প্রধান বিষয়। এই দুটোই জনসংখ্যাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আজ জনসংখ্যা দুনিয়া জুড়ে মহাসমস্যা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা আরও বেশি। উন্নতশীল দেশের সমস্যা সেখানে তুলনায় অনেক কম। ভারতের পরিস্থিতি আরো অগ্নিগর্ভ। বর্তমানে ১৪০ কোটি অতিক্রম করে গেছে বোধহয়! এই হারে জনবৃদ্ধি চলতে থাকলে ভারতের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর নেমে আসবে অভিশাপ। জনবৃদ্ধি হওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বায়ুতে অক্সিজেন কমছে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, নানা রোগে জনজীবন আক্রান্ত হচ্ছে, আর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। আর কালবিলম্ব না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে প্রয়োজন। নয়া দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবমুখী নয়া অর্থনীতির রূপায়ন। রুপায়ন না করলে দেশকে দাসত্ব স্বীকার করতে হবে অন্যের কাছে।

ডলারে কোপ

প্রথমপাতার পর...

স্বরূপ এদিনই প্রায় দেড় কোটি রুপী মূল্যের পন্য ভারত থেকে রপ্তানি হতে চলেছে বাংলাদেশি টাকার বিনিময়ে।' এদিন রুপী আর টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরুতে খুশি দু'দেশের ব্যবসায়ী। তাঁদের বক্তব্য 'এর ফলে বাংলাদেশে রপ্তানির পরিমাণ অনেক বাড়বে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ কাস্টম অনিল কুমার সিং বলেন 'ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি করতে গেলে ডলারে কনভার্ট করতে হয়। বাংলাদেশে ডলারের পরিমাণে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে রপ্তানি তে ডলার এর পাশাপাশি ব্যবহার হবে বাংলাদেশী টাকা। এতে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে।'

রমরমিয়ে চলছে বে-আইনি মদের কারবার

প্রথমপাতার পর...

উল্টে গালাগালি দেয়। পাল্টা গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে কার্তিক বলেন, 'পুলিশকে নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে কারবার চালায় সে। পুলিশকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করি আগামী তিন মাসের টাকা দেওয়া আছে। কেউ আমার টিকি ছুঁতে পারবে না।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঠাকুর জমিদারের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন কাঙাল হরিনাথ

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

১২৯০ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি কাঙাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে ১৬ খণ্ডে বাউল সঙ্গীত প্রকাশ করেন। কাঙাল হরিনাথ শুধুই গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনাও পারদর্শী ছিলেন। যেমন, সাহিত্যিক চর্চায় হরিনাথের শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রীয়, দীনেন্দ্রনাথ রায় এবং জলধর সেন পরে অবশ্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

কাঙাল হরিনাথের সৃষ্টি গ্রন্থ সংখ্যায় মোট ১৮টি। এরমধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলি হলো— বিজয় বসন্ত (১৮৫৯), চারু চরিত (১৮৩৬), কবিতা কৌমুদী (১৮৬৬), বিজয়া (১৮৬৯), কবিকল্প (১৮৭০), অক্রুর সংবাদ (১৮৭৩), সাবিত্রী (নাটিকা) (১৮৭৪), চিত্ত চপলা (১৮৭৮), কাঙালের ব্রহ্মাণ্ড বেদ (১৮৮৭-৯৫১৮), মাতৃ মহিমা (১৮৯৬) ইত্যাদি গ্রন্থ।

সে সময় প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক কেবল অর্থ আদায়ের সম্পর্ক। সুতরাং অন্যান্য স্থানের জমিদারদের মতো নতুন জমিদাররাও কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা ছাড়াও যাবতীয় বিভিন্ন খাতে অর্থ আদায় করতে থাকেন। এই আদায় বে-আইনি হলেও এর বিরুদ্ধে কৃষকেরা প্রথম থেকেই তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। জমিদাররা এসব কাজ উপেক্ষা করতে থাকেন। প্রজা শোষক ঠাকুর জমিদারদের প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া যায় 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-র সৎ এবং সাহসী সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার-এর ডাইরীর পাতায়। কাঙাল হরিনাথের ডাইরীর সে অংশ এখানে তুলে ধরা হলো,—

'দ্বারিকানাথ ঠাকুর সহজ লোক ছিলেন না। বিরাহিমপুরের জমিদারী হস্তগত হইল। তাঁহারা তেরো হাজার টাকা রাজকর দান করিয়া এক্ষণে লক্ষ লক্ষ টাকার উপরেও লাভবান হইয়াছেন। তথাচ প্রজাগণের ইচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারীতে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। — প্রেজাগণ অতযাতেচারিত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ যে পর্যন্ত মহর্ষি নাম গ্রহণ করেন নাই, সে পর্যন্ত প্রজাগণ তাঁহাকে দুঃখ নিবেদন করিয়া কিছু কিছু ফল পাইয়াছে ; কিন্তু তিনি মহর্ষি নাম পরিগ্রহ করিলে, তাঁহার প্রজার হাহাকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় নাই। ধর্মমন্দিরে ধর্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্য শরীরে নিরাপরাধে পাদুকা প্রহার, এই কথা আর গোপন করিতে পারি না। মহর্ষি অবসর গ্রহণ করিলে, যাঁহারা জমিদারী শাসনের ভার পাইলেন, তাঁহারা যতোধিক ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, ততোধিক কূট কৌশল বুদ্ধির অর্থাৎ ইংরাজ পোলিশির কৃতদাস। সুতরাং ব্রহ্মপরায়ণতা, ধার্মিকতা ও দেশ-হিতৈষিতার চিহ্নস্বরূপ গীতি-কবিতা রচনা করিয়া বহিরে যতই কেন সাধুতা প্রদর্শন না করুন— অন্যাপয়, শোষণ ও তজ্জন্য অত্যাচারে প্রজার শরীরে আর রক্ত থাকিল না, পূর্বে চীৎকার করিত, এক্ষণে ক্ষীণ স্বরে হাহাকার করিয়া বক্ষস্থল কেবল সিক্ত করিতে লাগিল। এদিকে জমিদার অট্টালিকা কোথাও বিলাস সুখের হাস্যরধ্বনিতে ও কোথাও ব্রাহ্মধর্মের শ্রুতি স্তোস্ত্রপাঠ ধ্বনিত হইল।'

এভাবেই ঠাকুর জমিদারদের স্বরূপ উন্মোচনের বিষয়গুলি খুব স্বাভাবিকভাবেই সব সময়ের ঠাকুর জমিদাররা এবং পরবর্তীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভালো মনে নিতে পারেননি। সব সময়ে ঠাকুর— জমিদারদের তরফ থেকে কাঙাল হরিনাথের প্রাণনাশের চেষ্টা হয় একাধিকবার।

এর আগে প্রথম দেবেন্দ্রনাথ হরিনাথকে আর্থিক প্রলোভনে বশীভূত করার প্রভূত চেষ্টা করেন। বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দেন, ঠাকুর পরিবারের সপক্ষে গ্রামবার্তা পত্রিকায় লিখলে— তাঁকে যে কোনও এস্টেটের মালিক করে দেওয়া হবে এবং পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় খরচ-খরচা তিনি নিয়মিত পাবেন।

আপসহীন কাঙাল হরিনাথ এই প্রলোভনে কখনই প্রলুব্ধ হননি। ফলে তখন বাধ্য হয়ে ঠাকুর জমিদার— তিতু মিঞা, ঋতু মিঞাদের মতো একটি দলকে পাঠানো হলো হরিনাথকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। এতে কোনও কাজ হল না। তারপর পাঠানো হলো পাঞ্জবী গুণ্ডাবাহিনীকে। সবচেয়ে মজার ঘটনা হলো, ঠাকুর জমিদারদের পাঠানো লেঠেলদের হাত থেকে কাঙাল হরিনাথকে বাঁচাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন লালন ফকির স্বয়ং।

এহেন পরিস্থিতিতে লালন তাঁর দলবল নিয়ে এমন কী লালনও নিজে লাঠি হাতে সেই লাঠিয়ালের দলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দিলেন। সেদিন সুহৃদ কৃষক বন্ধুরা হরিনাথকে রক্ষা করেছিলেন। আজও বাউলগান রচয়িতা ও সুরকার বলেই নয়, একজন সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

শিক্ষিকাদের শাসানোর অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

করায় এদিন আমাকে মারতে এসেছিলেন। আমরা প্রতিবাদ করি।'

ঘটনার সমালোচনা করেছে বিজেপি। বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, 'ওই তৃণমূলের কাউন্সিলারে স্বামীকে শিক্ষক বলতে লজ্জা হয়। ওকে ঘাড় ধরে স্কুল থেকে বার করে দেওয়া উচিত।'

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিনের ঘটনার অভিযোগ তারা পেয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত

*তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২১টি। তৃণমূল- ২০টি। সিপিআইএম ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
আন্না বিশ্বাস অধিকারী	তৃণমূল	৫৯২	অনন্যা হালদার	বিজেপি	৩৩৩
সমীর মজুমদার	তৃণমূল	৩৪৮	রেখা বাইন	বিজেপি	১২৪
মামনী ঘোষ হালদার	তৃণমূল	৬১০	সুষমা হালদার	বিজেপি	২৫০
সমীরণ মাহালী	তৃণমূল	৪০৪	শ্যামল ঘোষ	বিজেপি	১৭৮
অর্পিতা মণ্ডল বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৮	সীমা রাণী রায়	বিজেপি	২১৫
তনুশ্রী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৯৭	প্রিয়াঙ্কা ঘোষ বিশ্বাস	সিপিআইএম	৩০৬
নিমাই চন্দ্র হালদার	তৃণমূল	৬০৫	রাজীব দাস	বিজেপি	৩০৭
কান্ত বালা	তৃণমূল	৬৪৯	সুযাশ মল্লিক	বিজেপি	৩০৮
ঝুমা হালদার	তৃণমূল	৩২৮	ইতিকা মণ্ডল হালদার	সিপিআইএম	২৯১
শান্তনু সরকার	তৃণমূল	৩৮৯	দেবাশিষ গাইন	বিজেপি	২০৫
সুস্মিতা হালদার	তৃণমূল	৪১৩	তমা বালা বিশ্বাস	বিজেপি	৩২৯
অঞ্জলী বাকচি	তৃণমূল	৫২৪	তনুজা সরকার চালকাদার	বিজেপি	২৯১
পিন্টু মজুমদার	তৃণমূল	৩৫৪	সুজয় বৈরাগী	বিজেপি	৩১২
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯৩	প্রতিমা মণ্ডল	বিজেপি	২৭২
মমতা দাস	তৃণমূল	৪৬৫	কাজলী দাস	বিজেপি	২৭৩
অশোক কুমার ঘোষ	তৃণমূল	৪৩৩	পরিতোষ ঘোষ	বিজেপি	১৮৮
ঝুনু মজুমদার বিশ্বাস	সিপিআইএম	৪২৪	কণক বিশ্বাস	তৃণমূল	২৮৫
বিকাশ বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৯৬	প্রবীর রায়	বিজেপি	১৮৫
কাকলী তরফদার	তৃণমূল	৪৫৫	লক্ষ্মী রায়	বিজেপি	১৮৩
প্রহ্লাদ মণ্ডল	তৃণমূল	৪৬৬	সুশান্ত মণ্ডল	সিপিআইএম	১৭১
সমীর কুমার বিশ্বাস	তৃণমূল	৫০০	চৈতন্য মিত্র	বিজেপি	২৫৮

ইছাপুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৫টি। বিজেপি ১৪টি। সিপিআইএম ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
অনিতা দাস	বিজেপি	৫০০	অপর্না দাস	তৃণমূল	৪৮৮
বিউটি দাস	বিজেপি	৫১৯	অর্পিতা হালদার	তৃণমূল	৪৬৬
সনকা বিশ্বাস দাস	তৃণমূল	৩৯৯	রুপা রায় দাস	বিজেপি	২৩৮
গীতা দাস বৈদ্য	তৃণমূল	৩০৩	দিপালী পাইক	বিজেপি	২৫৪
করুনা সাগর সরকার	বিজেপি	২৯১	মল্লিকা রায়	তৃণমূল	২৮৩
দিপালী রায়	তৃণমূল	৫৫১	প্রভা মিস্ত্রী	সিপিআইএম	১৯৬
অখিল অধিকারী	তৃণমূল	৫৪৮	প্রদীপ বিশ্বাস	বিজেপি	২২২
রীতা মণ্ডল	তৃণমূল	৪২০	শ্রেষ্ঠা মৃধা	বিজেপি	২৬৫
তরুন কুমার দেউড়ি	বিজেপি	৩৫৫	সুখরঞ্জন রায়	তৃণমূল	২৭৩
নিবেদিতা সমাদ্দার	বিজেপি	৩২১	অনুভা ওঝা	তৃণমূল	১৭৮
দীপা মণ্ডল নট্ট	তৃণমূল	৪১৪	গৌতম সিকদার	বিজেপি	৩৯৩
তাপসী মণ্ডল	বিজেপি	৪৪৩	মুন্না সিকদার বিশ্বাস	তৃণমূল	২৮২
সুব্রত হাওলাদার	তৃণমূল	৪৬৩	দেবদাস দলপতি	বিজেপি	৩২৬
মমতা দাস	তৃণমূল	৩০০	রীতা সিকদার	বিজেপি	২৭৮
সঞ্জিত বিশ্বাস	বিজেপি	২৪৩	অলোক কুমার মণ্ডল	তৃণমূল	২০৭
মনীন্দ্রনাথ দত্ত	তৃণমূল	৩৫০	বিশ্বজিৎ হালদার	বিজেপি	৩২৩
কল্যানী বিশ্বাস	তৃণমূল	৫১২	শুকলতা বিশ্বাস হালদার	বিজেপি	৪৭৩
মুনমুন মজুমদার	তৃণমূল	৪৯৮	মৃদুলা মিস্ত্রী রায়	বিজেপি	৪৫২
সঞ্জিত কুমার বিশ্বাস	বিজেপি	৪০৩	প্রভাষ চন্দ্র হালদার	তৃণমূল	৩৭৫
অপর্না টিকাদার দাস	তৃণমূল	৩৪৮	প্রভাতী মোহন্ত মিস্ত্রী	বিজেপি	৩২৩
পুলক মণ্ডল	বিজেপি	৪২২	সন্তোষ কুমার বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৮
নারায়ন চন্দ্র হালদার	বিজেপি	৩৭৮	সুব্রত রায়	তৃণমূল	৩৬০
ঋতুপর্ণা মুখার্জী	বিজেপি	৪৫৮	বাসন্তী মণ্ডল	তৃণমূল	৩৪৬
অঞ্জনা মল্লিক দাস	বিজেপি	৪৭৯	মাধুরী বৈদ্য	তৃণমূল	৩২১
শেফালী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৭৮	থানেশ মণ্ডল	বিজেপি	৩৬২
অনুপ কুমার ঢালী	তৃণমূল	৫৩১	বিবেক রায়	বিজেপি	৩০৬
বীনা হালদার বিশ্বাস	বিজেপি	৪৯৬	মাধুরী ডাকুয়া রায়	তৃণমূল	৪০৬
তপন রায়	বিজেপি	৩৮৬	মিলন বিশ্বাস	তৃণমূল	৩০২
সাধন ঘোষ	সিপিআইএম	৩৬৬	নিমাই সরকার	তৃণমূল	৩১০
দীপক মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬৮	অমিত মণ্ডল	নির্দল	২১৯

ধর্মপুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২১টি। তৃণমূল- ১২টি। বিজেপি ৮টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
বিউটি বিবি মণ্ডল	তৃণমূল	৩৩৯	অনিমা দেবনাথ	বিজেপি	২৮৩
লোকনাথ মণ্ডল	তৃণমূল	৪০৪	রাধারানী মণ্ডল	বিজেপি	৩৪১
সুব্রত দেবনাথ	বিজেপি	৩২৮	রীতা সরকার	তৃণমূল	৩০৩
প্রদীপ দেবনাথ	বিজেপি	৩০৫	জগবন্ধু ভৌমিক	তৃণমূল	১৯০
গৌরী হালদার	বিজেপি	৩৪৯	রমা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৪১
পিউ দাস নন্দী	তৃণমূল	৫৩১	মল্লিকা সরকার মণ্ডল	বিজেপি	৪৩৪
সুভাষ রঞ্জন হালদার	তৃণমূল	৫৬২	রেজাউল মণ্ডল	সিপিআইএম	২৫৪
রমেশ সিং	তৃণমূল	৩৪৮	প্রদীপ সিং	বিজেপি	৩৪৩
শঙ্করী সরকার	বিজেপি	৪৮৬	জয়ন্তী বৈদ্য	তৃণমূল	৪১৪
মুকুন্দ ঢালী	বিজেপি	৩৯৪	মানসী সরদার	তৃণমূল	৩৫৯
চম্পা সরকার	বিজেপি	৩২০	অর্চনা মণ্ডল	তৃণমূল	২৬০
নারায়ণ সরকার	নির্দল	৩৫৪	দীনেশ সরকার	তৃণমূল	২৮২
টগরী সরকার বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮৯	সুলতা সরদার	সিপিআইএম	২০৭
প্রণতি হালদার	তৃণমূল	৫৬০	পম্পা কর্মকার	সিপিআইএম	১৮১
জগন্নাথ সরকার	তৃণমূল	৭৮৭	তপন কুমার সরকার	বিজেপি	৩৪৭
চন্দ্রনাথ বিশ্বাস	তৃণমূল	৭৯৮	স্বপন মণ্ডল	বিজেপি	৩৪১
পুষ্প মণ্ডল	তৃণমূল	৩৮০	নিতু কোলে সরকার	বিজেপি	৩৫০
তনুজা সরকার মল্লিক	বিজেপি	৪৩৫	ইতিকা বনিক	তৃণমূল	৩৫৫
বলরাম ঘোষ	তৃণমূল	২৬৫	সুকুমার রায়	বিজেপি	১৮৪
রাজু সরকার	বিজেপি	২৭১	মৌসুমী সমাদ্দার	তৃণমূল	২৫৭
ভোলানাথ সরকার	তৃণমূল	৩০৬	ভোলানাথ বিশ্বাস	বিজেপি	১২৩

সার্বভৌম সমাচার
পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি

কণিয়াড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২২টি। তৃণমূল- ৮টি। বিজেপি ১১টি। এআইএফবি ২টি। সিপিআইএম ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সবিতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৬৪	রিক্তা বিশ্বাস	বিজেপি	২৯০
গৌর বিশ্বাস	এআইএফবি	১৬৩	মহেন্দ্র সিকদার	বিজেপি	১৪০
ইতি মজুমদার মিস্ত্রি	বিজেপি	৩১২	কাকলী মজুমদার	তৃণমূল	২০৯
ফটিক ঋষি দাস	বিজেপি	৪৩৮	লক্ষ্মন দাস	তৃণমূল	৪১৫
তাসলিমা মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৭	রেবা তরফদার	সিপিআইএম	২৪২
পুতুল মুণ্ডারী	বিজেপি	৩২৬	সম্পা ঘোষ	তৃণমূল	২২৬
শর্মিলা দাস বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৭৮	সুমিত্রা মণ্ডল	বিজেপি	৩৬১
সুজাতা বিশ্বাস	বিজেপি	২৪৫	কৃষ্ণ প্রসাদ বিশ্বাস	তৃণমূল	২৪১
মালতি সরদার	বিজেপি	৫১৭	ডলি সরদার	তৃণমূল	৩০১
বিথিকা দাস	বিজেপি	৪৬৫	মানসী দাস	তৃণমূল	৩১৮
সমীর কুমার বিশ্বাস	বিজেপি	৪৫৮	অসীম বিশ্বাস	তৃণমূল	২৮২
সৌরভ বিশ্বাস	বিজেপি	৪১০	দিলীপ মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯৩
মুক্তা দাস বিশ্বাস	তৃণমূল	৫০২	ডলি মণ্ডল	বিজেপি	৩২৫
সঞ্জয় কুমার মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৪	জ্যোতির্ময় দাস	বিজেপি	১৯৭
রত্না বিশ্বাস	এআইএফবি	২৬৩	শান্তি বিশ্বাস	বিজেপি	১৮৭
আল্পনা ঘোষ	বিজেপি	৪৫৫	অপর্ণা ঘোষ	তৃণমূল	২৭২
উত্তম রায়	বিজেপি	৪৩৪	প্রসেনজিৎ হালদার	তৃণমূল	২৯৭
মিজানুর সরদার	সিপিআইএম	২৮২	কার্ত্তিক হালদার	তৃণমূল	২৪৭
ফেরোজা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৩৭	সাকিলা মণ্ডল	নির্দল	২০৮
রামেশ্বর বৈরাগী	তৃণমূল	৫৪০	প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস	নির্দল	১৮৭
উজ্জ্বল বৈরাগী	বিজেপি	২৩৮	দেবাশিষ মল্লিক	নির্দল	১৭৮
দিবস সরকার	তৃণমূল	৫২১	দীনের সরকার	বিজেপি	২৭০

আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ২২টি। বিজেপি ৩টি। সিপিআইএম ২টি। নির্দল ৩টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
চৈতালী মুন্ডা	সিপিআইএম	৪০২	পম্পা মুন্ডা	তৃণমূল	৩৪২
সুজয় বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৫০	রঘুনাথ মণ্ডল	বিজেপি	২০৩
সুমনা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৫১	সরস্বতী তরফদার	নির্দল	২৮৩
পম্পা মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৩	দিপর্ণা মণ্ডল মজুমদার	বিজেপি	২৭৪
পাপিয়া গাইন মণ্ডল	বিজেপি	৩৭৭	কমলা বিশ্বাস	তৃণমূল	২৩৬
মিতা সরদার মুন্ডা	তৃণমূল	৩২২	মুনমুন শীল	বিজেপি	২৫২
সমীর মুন্ডা	তৃণমূল	১৭০	প্রশান্ত মুন্ডা সরদার	বিজেপি	১৫৬
প্রদীপ সরদার	বিজেপি	৩৯৬	নাসির উদ্দিন মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬০
গীতা মণ্ডল	তৃণমূল	২৮৯	বিজয়া রায়	বিজেপি	১৯৪
শম্পা দেবনাথ	তৃণমূল	৩৪৪	গৌরী দেবনাথ	বিজেপি	২১৪
ভগীরথ ঘোষ	বিজেপি	১৬০	রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	তৃণমূল	১৪২
তুষার কান্তি বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৩৪	প্রসেনজিৎ মণ্ডল	বিজেপি	৩৩২
জ্যোৎস্না তহবিলদার	তৃণমূল	২৬৯	শান্তনা রায় মণ্ডল	সিপিআইএম	১৯৯
শৈলেন মণ্ডল	তৃণমূল	৬০১	মনোজ ঘোষ	বিজেপি	৪০০
কাকলী দাস	তৃণমূল	৪০৯	রিঙ্কু দাস	বিজেপি	২২৬
দুলাল দাস	নির্দল	৩০১	অনুপ দাস	তৃণমূল	২১৮
রেবা সিংহ	তৃণমূল	৪০৩	সন্ধ্যা দাস	সিপিআইএম	৩১৪
অনিমা ঘোষ	সিপিআইএম	২৮৬	মায়া সরকার	তৃণমূল	২৪৭
অরবিন্দু মল্লিক	তৃণমূল	৩২৬	রতন মণ্ডল	সিপিআইএম	২৬৩
রমা মুন্ডারী	তৃণমূল	৩৬২	সুনিতা মুন্ডারী	বিজেপি	২৫৩
দিপঙ্কর বিশ্বাস	তৃণমূল	৩২৭	কার্ত্তিক সরকার	সিপিআইএম	১৮৬
দেবু দাস	তৃণমূল	৩৯৬	বিপ্লব দাস	সিপিআইএম	৩৯২
গীতা মণ্ডল	তৃণমূল	২১০	সাথী রায়	বিজেপি	১৮৬
ইউনুস মণ্ডল	তৃণমূল	৫৭১	আয়ুব আলি বিশ্বাস	সিপিআইএম	৩০৮
সেরিনা মণ্ডল	নির্দল	৫৩৩	রেহেনা মণ্ডল বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৪৫
স্বপ্নাজ মণ্ডল	নির্দল	৪৪৩	হোসনেয়ারা মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৫
রাধেশ্যাম মণ্ডল	তৃণমূল	২৯১	বাপন মণ্ডল	বিজেপি	১৯৮
তপন কুমার মণ্ডল	তৃণমূল	৩১৬	রহমান মণ্ডল	বিজেপি	২৭০
আরব শেখ	তৃণমূল	৭২২	অমর সরকার	বিজেপি	৫
রঞ্জিত মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯০	সমীরণ মণ্ডল	সিপিআইএম	৩৫৩

রূপান্তর নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হল ৬ খানি নাটক

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার সুপ্রাচীন নাট্যদল রূপান্তর এবছর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পন করেছে। নাট্য আন্দোলনে পথ চলার এই সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরকে স্মরনীয় করে রাখতে বছরভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রূপান্তর কর্তৃপক্ষ। গত ২২ ও ২৩ জুলাই গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয় রূপান্তর নাট্যোৎসবের (২০২৩-২৪) প্রথম পর্ব।

২২ জুলাই অপরাহ্নে সদ্যপ্রয়াত স্বনামখ্যাতা নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম নামাঙ্কিত মঞ্চে আয়োজিত রূপান্তর নাট্যোৎসবের উদ্বোধনে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি উদয় কুমার দাস, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস সরকার, রূপান্তর এর নাট্যনির্দেশক বর্ষিয়ান শ্যামল দত্ত সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ আইচ ও নাট্য আকাদেমীর সদস্য আশিস চ্যাটার্জী প্রমুখ। পৌরোহিত্য করেন রূপান্তর এর সভাপতি বর্ষিয়ান শশাঙ্ক শেখর দত্ত।

উদ্যোক্তরা সকলকে পুষ্প স্তবক ও উত্তরীয় প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে দীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ নাট্যচর্চা ও প্রসারে গোবরডাঙা রূপান্তর এর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

দুদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবে মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উৎসবের শুরুতে আয়োজক রূপান্তর মঞ্চস্থ করে প্রতাপ সেন নির্দেশিত ছোটদের নাটক সোনালী ভোরের স্বপ্ন।

রক্তদান আন্দোলনের উপর শিক্ষামূলক নাটকটি উপস্থিত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। এদিন হালিশহরের ইউনিটি মালঞ্চ প্রযোজিত মঞ্চসফল নাটক 'হনুয়া কা বেটা' এবং বনগাঁর গোবরাপুর আরেক থিয়েটার পরিবেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক আলো আঁধারে।

দ্বিতীয় দিন শুরুতেই মঞ্চস্থ হয় আয়োজক রূপান্তর প্রযোজিত কবিগুরুর কাব্য নাটক বিসর্জন অবলম্বনে আত্মাহুতি, দ্বিতীয় নাটক থিয়েটার প্রসেনিয়াম প্রযোজিত দর্শক প্রশংসিত নাটক 'ঘর ছাড়ার ডাক', এদিনের শেষ নাটক হুগলীর হরিপাল নাট্যপ্রহরী প্রযোজিত শুখা মাটির শূলিনী নাট্যমোদী বহু দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্রথম পর্বের রূপান্তর নাট্যোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

শুরু হল শ্রাবণী মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবার ও শ্রাবণের শুরুতেই চাঁদপাড়া পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি সংলগ্ন প্রাঙ্গনে স্থানীয় তরুন দল ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয়েছে শ্রাবণী মেলা। ১৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় রয়েছে ইলেক্ট্রিক নাগরদোলনা, মিকি মাউস, বেবি দোলন, রয়েছে নানা মনোহরী ও খাবারের দোকান। ফরিদাবাদের কাঁচের চুড়ি, আচার, জিলিপি সহ ফাস্ট ফুডের দোকান গুলিতে বেশ ভিড় চোখে পড়ছে। বর্ষ না হলে প্রতিদিন বিকেল থেকে গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠছে।

সমবায় ভাবনা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের সেরা গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কুঞ্জবিহারী সরকারের প্রয়াণ দিবস ছিল গত ২০ জুলাই দিনটিকে সমবায় ভাবনা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপান করে থাকে। এবারে দিনটিকে স্বাস্থ্য ভাবনা দিবস হিসেবে পালন করে সমিতি কর্তৃ পক্ষ। সমিতির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ইলা বাকচি স্থানীয় সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিহির বিশ্বাস সহ নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যগণ। সভায় পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত কালিপদ সরকার, ছিলেন সমিতির সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস ও সমিতি পরিচালিত সমিতির সম্পাদক স্বপন ঘোষ। সমবায় ভাবনা দিবস উপলক্ষে এবারের অনুষ্ঠানে সমিতির সকল সদস্য এবং স্থানীয় বয়স্ক মানুষজনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন সমিতির প্রতিষ্ঠাকালের একমাত্র সদস্য বর্ষিয়ান পঞ্চানন মণ্ডলকে চিকিৎসা ভাতা হিসেবে ৫ (পাঁচ হাজার) টাকা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন এলেকার ৮ টি স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপক শিক্ষার্থীদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২৬ জন দুস্থ মেধাবী পড়ুয়াকে শিক্ষা উপকরন প্রদান করা হয়। স্কুলকে পরিবেশের সুরক্ষায় দুষ্পাপ্য ভেষজ বৃক্ষের চারা ও ডাস্টবিন প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচীকে সার্থক করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত সদস্য মৃগেন্দ্র নাথ সাহা ও বন্ধন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ।

বনমহোৎসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গয়েশপুর প্রান্তিক নাট্যতীর্থে

নীরেশ ভৌমিক ঃ এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে বিগত বছরগুলির মতো এবারও অরণ্য সপ্তাহে বৃক্ষচারা প্রদান ও রোপন কর্মসূচীতে অংশ নেয় গয়েশপুর করুণাময়ী মিশন পরিচালিত প্রান্তিক নাট্যতীর্থের সদস্যগণ। বনমহোৎসব উপলক্ষে ২৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অনিমেষ বসাক জানান, এবছরের অনুষ্ঠানে এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সঙ্গে বিশেষ সংবর্ধন জ্ঞাপন করা হয়। সেই সঙ্গে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থ স্থানাধিকারীনি গাইঘাটার ইছাপুর হাই স্কুলের ছাত্রী প্রেরণা পালকে। এছাড়া পরিবেশ কর্মী অর্ণব কুন্ড, নাট্য পরিচালক জীবন অধিকারীকেও বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতি

কণিয়াড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত *তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২১টি। তৃণমূল- ৮টি। বিজেপি ১১টি। এআইএফবি ১টি। কংগ্রেস১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
লাবনী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪০৯	অপর্ণা মণ্ডল বিশ্বাস	বিজেপি	৪০৪
অপর্ণা বালা	তৃণমূল	৪৩৩	সুপ্রিয়া বিশ্বাস	বিজেপি	৩৭৬
প্রতিমা মাইতি বিশ্বাস	বিজেপি	২৩১	সরজিৎ মণ্ডল	তৃণমূল	২০৯
অপূর্ব বিশ্বাস	বিজেপি	৩৩৭	জ্ঞানেন মণ্ডল	তৃণমূল	২০৯
গিতু বিশ্বাস	বিজেপি	২৯৫	সীমা রায় মণ্ডল	তৃণমূল	২৮৬
মাধবী সরকার ব্যাপারী	বিজেপি	৩১৬	বনশ্রী সরকার বিশ্বাস	তৃণমূল	২৯৩
প্রণব সরকার	বিজেপি	৪১৬	শর্মিষ্ঠা কাঞ্জিলাল ভক্ত	তৃণমূল	৩৯৭
কৃষ্ণ ভৌমিক	বিজেপি	৩১১	অমরেশ বিশ্বাস	তৃণমূল	২৫৬
মনিকা বিশ্বাস	বিজেপি	৫০৫	মনিকা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬০
অনু বালা	বিজেপি	৫০২	পারুল মিস্ত্রি	তৃণমূল	৩৬২
রবীন দাস	তৃণমূল	৩৭২	শচীন বিশ্বাস	বিজেপি	৩৫৯
প্রসেনজিৎ ঘোষ	বিজেপি	৩৭২	স্মৃতি সাধু	তৃণমূল	৩৪৮
অর্পিতা রায় বিশ্বাস	বিজেপি	৩৬৮	সমাপ্তি বিশ্বাস বাড়ৈ	তৃণমূল	৩৩৮
ইন্দ্রানী তরফদার	তৃণমূল	২৮২	সাধনা রায় সেন	বিজেপি	২৫৭
সুখেন্দু কিন্তনীয়া	তৃণমূল	৪২৩	পিন্টু বিশ্বাস	বিজেপি	২০৯
গীতা সরকার	বিজেপি	৩৫৮	অনামিকা বিশ্বাস	তৃণমূল	২৪৪
সুফিয়া কারিকর	তৃণমূল	২৪৬	জহুরা মণ্ডল	সিপিআইএম	১৪৭
সঙ্গিতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৪৭	স্বপ্না বিশ্বাস	সিপিআইএম	২১৫
সম্পা সাঁতরা	এআইএফবি	৫১৭	পিয়ালী সরকার	তৃণমূল	৩৩৯
সম্রাট সাঁতরা	কংগ্রেস	৩০৯	জয়ন্তী সাঁতরা	তৃণমূল	২৬২
বাসুদেব মণ্ডল	তৃণমূল	২১৬	মুকুল চন্দ্র সরকার	বিজেপি	১৯৬

কণিয়াড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৬টি। বিজেপি ১১টি। এআইএফবি ১টি। সিপিআইএম ২টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সুলতা ঘোষ	তৃণমূল	২৩৮	স্বপ্না ঘোষ	বিজেপি	১৯৮
রঞ্জু হালদার	সিপিআইএম	২৮৫	চন্দনা হালদার	তৃণমূল	২১০
স্বপন হালদার	বিজেপি	৪৩৩	সুশান্ত মাঝি	তৃণমূল	৩১১
রত্না বিশ্বাস	বিজেপি	১৮৩	শ্যামলী সরকার	তৃণমূল	১৩০
সাকিনা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯৪	মাহিমা মণ্ডল	সিপিআইএম	২১৯
কালীপদ বিশ্বাস	বিজেপি	২৭৮	পরিমল সরকার	তৃণমূল	১৯৬
মহিমা মণ্ডল	তৃণমূল	৫২৭	সাহানুর মণ্ডল	নির্দল	৪২৭
সুজয় বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৪৮	শ্যামল ঘোষ	বিজেপি	৩৩১
প্রীতি মণ্ডল	তৃণমূল	৫১২	ঈষা বালা	বিজেপি	৩৭৭
দেবব্রত মণ্ডল	তৃণমূল	৩২৩	পরিতোষ সরকার	বিজেপি	১৯২
সরস্বতী ওরাং	তৃণমূল	৩৪২	চুমকি বিশ্বাস	বিজেপি	২৪৬
অপর্ণা সরদার	বিজেপি	৪৪০	শিখা সরদার	তৃণমূল	১৭৯
সন্ধ্যা রানী ব্যাপারী	বিজেপি	২৮৬	সঞ্জয় বিশ্বাস	তৃণমূল	২৪৬
স্বপন ঘোষ	বিজেপি	৩০২	অমল ঘোষ	তৃণমূল	২০৮
আজিফা খাতুন মণ্ডল	তৃণমূল	৪৫৩	জামিলা খাতুন ধাবক	সিপিআইএম	৪৩৪
শচীন বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৮৭	বিশ্বনাথ বিশ্বাস	বিজেপি	৪৮১
বেবী মণ্ডল	তৃণমূল	২৯৬	সুফিয়া খাতুন তরফদার	এআইএফবি	১৮১
আব্দুল আলিম তরফদার	এআইএফবি	৩৯৫	ইসমাইল মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬৬
রেহেনা মণ্ডল	সিপিআইএম	৪৭৬	নাছিমা ধাবক	তৃণমূল	৪৩৪
বিজলী হালদার	বিজেপি	৪৯৮	পুষ্প হালদার	তৃণমূল	৩৩৮
উৎপল বিশ্বাস	বিজেপি	৪২৩	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৪
হারাধন রায়	বিজেপি	৩৬৪	কংকন হালদার	তৃণমূল	১৬০
ছায়রা মণ্ডল	তৃণমূল	২৯০	লিপিকা প্রামানিক	সিপিআইএম	১৩৩
সুপর্ণা হালদার	তৃণমূল	৫৪১	রুমা বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৩৫
বিপুল ওরাং	তৃণমূল	৪৭৬	শ্যামলাল ওরাং	সিপিআইএম	৪২৫
শিখা মুণ্ডা	বিজেপি	৫১৮	ভক্তি সরদার	তৃণমূল	৩০৫
অশোক কুমার মণ্ডল	তৃণমূল	৪৮৪	লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস	এআইএফবি	৩২৫
মাজিত মণ্ডল	তৃণমূল	৩৮৫	মাহাবুজ্জামান মণ্ডল	এআইএফবি	৩৪৭
আফজাল হোসেন মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯৯	আবুতালেব মণ্ডল	কংগ্রেস	২৪২
সুর্যকান্ত বিশ্বাস	বিজেপি	৪৯৩	নিতিশ মণ্ডল	তৃণমূল	২৮৪

পাঁচ বার জিতে জয়ের রেকর্ড করলেন সিপিএম প্রার্থী শতদল দেব

সংবাদদাতা ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়ের নির্বাচনে চাঁদপাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে প্রতিদ্বন্দ্বি তায় নেমে পর পর ৫ বার জয়যুক্ত হয়ে জয়লাভের রেকর্ড গড়লেন সিপিএম নেতা পেশায় স্কুল শিক্ষক শতদল দেব। ২০০৩ সালে চাঁদপাড়া অঞ্চলে গ্রাম সভার আসনে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে জয়ী হন শ্রী দেব। শুরু থেকেই এলেকার সার্বিক উন্নয়ন এবং এলেকাবাসীর বিভিন্ন প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো শুরু করতেন শতদল। নির্বাচনী এলেকার সাধারন মানুষের জন্য নিবেদিত প্রান শতদলকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। সেই সুনাম সেই বিশ্বাসকে পাথেয় করেই ২০০৮ সালের পরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফের গ্রাম সভার আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে জয়ী হন তিনি।

এরপর ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর আসনটি সংরক্ষিত হওয়ায় সেবারে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী হন তিনি। সর্বদাই মানুষের পাশে থেকে কাজ করার সংবাদকে সম্বল করে এবারও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে দাঁড়িয়ে অঞ্চলের বৃহত্তর এলেকার বাসিন্দাদের ভোটে জয়ী হন শতদল বাবু।

পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়ী হয়ে বিরোধী আসনে থেকেও এলেকার উন্নয়নে সদাই সচেষ্ট থেকেছেন শ্রীদেব। ২০১৮ তে ফের গ্রাম সভার আসনে সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে জয়লাভ। নির্বাচনী এলেকার মানুষজনকে পাশে নিয়ে এলাকার উন্নয়ন সেই সঙ্গে দুয়ারে সরকার শিবিরে উপস্থিত থেকে এলেকার বাসিন্দাদের আবেদনপত্র পূরণ সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান এবং তাঁর মধুর ব্যবহার তাঁকে সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিতে সহায়তা করেছে। তাইতো সদ্যসমাপ্ত জুলাই ২০২৩ এর দশম পঞ্চায়েত নির্বাচনে চাঁদপাড়া অঞ্চলের ১৬১ নং বুথে সিপিআইএম প্রার্থী হয়ে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যকে ১০৫ ভোট পরাস্ত করে জয়ের মালা গলায় পরেন শ্রীদেব।

২১ জুলাই জাতীয় কংগ্রেসের শহীদ দিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছর গুলির মতো এবার ও২১ শে জুলাই শহীদ দিবস পালন করে জাতীয় কংগ্রেসের গাইঘাটা পূর্ব ব্লক কমিটি।

ব্লক সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় জানান, ১৯৯৩ সালের এই দিনে কলকাতায় যুব কংগ্রেসের এক আন্দোলনে সামিল হয়ে ১৪ জন কংগ্রেসকর্মী তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে নির্মম ভাবে নিহত হন। সেই সমস্ত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস নেতা কর্মীরা শহীদ স্মরণ করেন। তাঁরাও এদিন চাঁদপাড়া বাজারের দলীয় কার্যালয় অঙ্গনে নির্মিত শহীদ বেদীতে ফুল-মালা অর্পন করে শহীদ তর্পন করেন। উপস্থিত ছিলেন দলের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক মনতোষ সাহা, সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনিমেষ দাস প্রমুখ।

ব্লক সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় বলেন, একুশে জুলাই এর আন্দোলন এবং শহীদ স্মরণ জাতীয় কংগ্রেসেরই আন্দোলন। কারণ তখন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মই হয়নি। অথচ এখন তারা দিনটি নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছে। প্রয়াত কংগ্রেস কর্মীদের স্মরণের চেয়ে মঞ্চে গান বাজনা আর বক্তব্যে বিরোধীদের আক্রমন পর্ব চলে। রাজ্যের কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা প্রতি বছর নাচাগানা আর খাওয়া দাওয়া ছাড়াই ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই এর আন্দোলনে নিহত কংগ্রেস কর্মীদের স্মরণ করেন ও শ্রদ্ধা জানান।

ইফকোর কৃষি আলোচনা চক্র

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার কো- অপারেটিভ লিঃ- এর উদ্যোগে গত ২৪ জুলাই কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় গাইঘাটার গদাধরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাকক্ষে। এদিনের অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কৃষকদের সামনে ভালো ফসল পাবার লক্ষ্যে জমিতে উৎকৃষ্ট সার ও কীটনাশক প্রয়োগের ব্যাপারে আলোচনায় অংশ নেন ইফকোর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা।

বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ রীতেশ জী এদিন কৃষি বিষয়ক আলোচনা চক্রে উপস্থিত অর্ধশতাধিক কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও তরল ন্যানো ডি.এ.পি ছাড়াও সাগরিকা, বায়ো ফার্টিলাইজার এবং প্রাকৃতি পটাশ জমিতে ও ফসলে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েত

*তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

মোট আসন ২১টি। তৃণমূল- ১২টি। বিজেপি ৮টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
লিপিকা রায়	তৃণমূল	৩৪২	ছবি সরকার	বিজেপি	২৫৬
সুপ্রিয়া মণ্ডল	তৃণমূল	৩০৪	সীমা মণ্ডল	বিজেপি	১৭৫
জয়ন্ত হালদার	বিজেপি	৩২৩	সন্ধ্যা বৈরাগী	তৃণমূল	৩১২
মিনাক্ষী খান	তৃণমূল	২৭২	রেবা খান	বিজেপি	২০১
তরুণ ব্যানার্জী	তৃণমূল	২৬৬	গোপাল হালদার	বিজেপি	১৪৯
সাগরিকা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৩৫	প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৪
রুপা সাঁতরা	বিজেপি	৪৫৯	শ্যামলী মল্লিক	তৃণমূল	৩৫৬
তপতি ঘোষ	তৃণমূল	৫০৯	সুপ্রিয়া মণ্ডল বাছাড়	বিজেপি	৪৪৮
শিশির বিশ্বাস	বিজেপি	৩১৭	সুকান্ত তরফদার	তৃণমূল	২৫৭
সুস্মিতা সরকার মণ্ডল	তৃণমূল	৩৮১	পূজা মণ্ডল	বিজেপি	১৩২
সুব্রত ঘোষ	তৃণমূল	৫৯২	অভিমন্য রায়	নির্দল	৩৩৫
জয়ন্ত কয়াল	বিজেপি	৪৮১	শঙ্করী হালদার	তৃণমূল	২৭৩
আরতি খান	তৃণমূল	৬০১	পূর্ণিমা বিশ্বাস	বিজেপি	৪০২
তাপসী বিশ্বাস	বিজেপি	২৭৬	অপর্ণা মণ্ডল	তৃণমূল	২৭৫
অভিজিৎ সরকার	নির্দল	২৮৫	বাচ্চু বিশ্বাস	তৃণমূল	২৫৬
বাসুদেব ঘোষ	তৃণমূল	৪৯০	আনারুল বৈদ্য	নির্দল	৪৪৮
মাধবী মণ্ডল	বিজেপি	৪৬৩	চন্দনা মণ্ডল	তৃণমূল	৪০৫
পঙ্কজ মণ্ডল	তৃণমূল	২৬৬	ঝর্ণা বাইন	বিজেপি	১৯৯
রমা বর্মন	তৃণমূল	২৯১	বুলুরানী বর্মন	বিজেপি	২৫২
শঙ্কর বারিক	বিজেপি	৩০৩	চীরঞ্জিৎ মণ্ডল	তৃণমূল	২৬২
সৌমেন মণ্ডল	বিজেপি	২৭৬	অর্জয় সর্দার	তৃণমূল	১৯৪

রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৬টি। বিজেপি ১৪টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সীমা দাস	তৃণমূল	৩৭৮	স্বপ্না দত্ত	বিজেপি	৩১২
কুমকুম দাস মজুমদার	তৃণমূল	৪১২	শেফালী দাস সরকার	বিজেপি	৩৪৬
মায়া রানী ঘোষ	বিজেপি	৫০২	পাপিয়া মণ্ডল ঘোষ	তৃণমূল	৪৮২
শান্তি রঞ্জন সরকার	তৃণমূল	৫৪৫	সোমনাথ সরকার	বিজেপি	৪৬৭
শান্তনা মণ্ডল বিশ্বাস	তৃণমূল	৪২৬	পাপিয়া কর	বিজেপি	৩৫৬
ছন্দা বৈরাগী ঘোষ	তৃণমূল	৪৬৬	টুম্পা প্রামানিক	বিজেপি	৩৯৫
তাপসী সিকদার দেওয়ান	তৃণমূল	৩০৪	হীরামন বালা	বিজেপি	২২৫
অনুপ নন্দী	তৃণমূল	৩৪০	নিহার কর	বিজেপি	৩০৮
শীলা রায়	বিজেপি	৬৪৬	সোমা ঘোষ পাল	তৃণমূল	৪৬৮
মিতা বিশ্বাস সরকার	বিজেপি	৬৫২	সুপ্রিয়া বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৫৪
সভ্যসাচী কিত্তনীয়া	তৃণমূল	৫৯০	সুব্রত বিশ্বাস	বিজেপি	৪৬১
বিশ্বজিৎ সিমলি	তৃণমূল	৫০৮	নির্মল কুমার দে	বিজেপি	৪৮৩
সোনালী বালা সরকার	বিজেপি	৪৮৮	রীনা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯৫
কৃষ্ণা মান্না রায়	বিজেপি	৫০৯	রীতা বাকচি বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮৬
নিতিশ চন্দ্র মণ্ডল	বিজেপি	৩৪১	পার্থ রায়	তৃণমূল	৩১৪
সঞ্জয় বিশ্বাস	বিজেপি	৩৮২	সঞ্জয় কুমার ঘোষ	তৃণমূল	৩১২
নিভারানী ঘোষ মণ্ডল	তৃণমূল	৪৪৩	সাগরিকা চৌধুরী	বিজেপি	৩৩৩
নিপা বিশ্বাস	বিজেপি	৩৯৫	বাসন্তী আচারী বিশ্বাস	তৃণমূল	২৭৪
নন্দদুলাল বালা	বিজেপি	৩৯৩	পলাশ কান্তি বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৮০
ঝুমা রায় চৌধুরী	বিজেপি	৪৫৩	রীতা সরকার	তৃণমূল	৩৮৮
সন্তোষ কুমার বৈদ্য	তৃণমূল	৫০১	সন্তোষ পাত্র	বিজেপি	৪০১
সীমা রায়	বিজেপি	৩২৬	পদ্মশ্রী বিশ্বাস	তৃণমূল	২৬৭
প্রসেনজিৎ রাহা	তৃণমূল	৩৩৯	সুমন কান্তি বিশ্বাস	বিজেপি	৩২৬
দূর্গা মণ্ডল	তৃণমূল	৪৮৯	মনিমালা দাস	বিজেপি	৪৪৪
রমেন দে	তৃণমূল	৫৪৭	সৌমেন বনিক	বিজেপি	৪১৩
বিশ্বজিৎ মণ্ডল	তৃণমূল	৩৯২	মৃণাল কান্তি বাড়ৈ	বিজেপি	৩৫১
পুষ্প মণ্ডল	বিজেপি	৪৫৬	রীনা হাওলাদার	তৃণমূল	৩৮৪
নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৮	রতন বিশ্বাস	তৃণমূল	২৫৫
বাবুল সরকার	তৃণমূল	২৪৬	তপন রায়	বিজেপি	২৭৪
রিঙ্কু পাল	বিজেপি	৪৬৩	শঙ্কর মজুমদার	তৃণমূল	৩১৫

ধর্মপুর- ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ২০টি। তৃণমূল- ১৭টি। বিজেপি ২টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
সুলেখা দাস বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৪৩	অপর্ণা ভক্ত	বিজেপি	৩৩১
অজয় কুমার খান	তৃণমূল	৫৭৩	প্রফুল্ল দাস	নির্দল	৩৩৯
মিনতী মল্লিক	বিজেপি	৩৪৪	মঞ্জুসা সরকার	তৃণমূল	৩৩৩
ভোলা সরকার	তৃণমূল	৪৮৭	প্রসেজিৎ সরকার	বিজেপি	১৭৪
চায়না মণ্ডল	তৃণমূল	৩২৭	নিলিমা সরকার	বিজেপি	২৩১
রুপম চ্যাটার্জী	তৃণমূল	৪৫৩	সুদীপ্ত সরকার	বিজেপি	৩৩৮
সোনামনি ঘোষ	তৃণমূল	৩৩১	প্রমিলা বালা বৈদ্য	নির্দল	১২১
সুরজিৎ মণ্ডল	তৃণমূল	৪৬৪	নিতাই মণ্ডল	নির্দল	৩৫১
সোনিয়া পারভিন মুন্সি	তৃণমূল	৫৬৮	রোকিয়া খাতুন	সিপিআইএম	৫০৪
খায়ের মণ্ডল	নির্দল	৪১৮	নিলুফা মণ্ডল	তৃণমূল	২৯৮
জয়শ্রী বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৩২	পূর্নিমা দাস চৌনারী	বিজেপি	৩৭৫
বাদল মণ্ডল	বিজেপি	২৮৫	অনন্ত মণ্ডল	তৃণমূল	২৭২
অপর্ণা সিংহ	তৃণমূল	৬০৬	অপর্ণা অধিকারী	বিজেপি	৪৯৯
কাকলী দে	তৃণমূল	৬০৩	রিতা ঘোষ	বিজেপি	৪৯০
গনেশ বৈদ্য	তৃণমূল	৬৪৭	পঙ্কজ পাল	বিজেপি	৪৯৮
অরুনা পাল	তৃণমূল	৬৫১	মিতা বিশ্বাস খান	বিজেপি	৪৪৭
নির্মল ধোষ	তৃণমূল	৫৮৫	সঞ্জিত কুমার দে	সিপিআইএম	১৪২
রাখী ঘোষ	তৃণমূল	৫৩৭	মিনা সাহা	বিজেপি	২৭৫
অতুল দে	তৃণমূল	৪২৭	বিশ্বজিৎ দে	সিপিআইএম	২৬৪
বিমান সরদার	তৃণমূল	৪৫৪	শ্যামল সরদার	বিজেপি	৩৩৫

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**